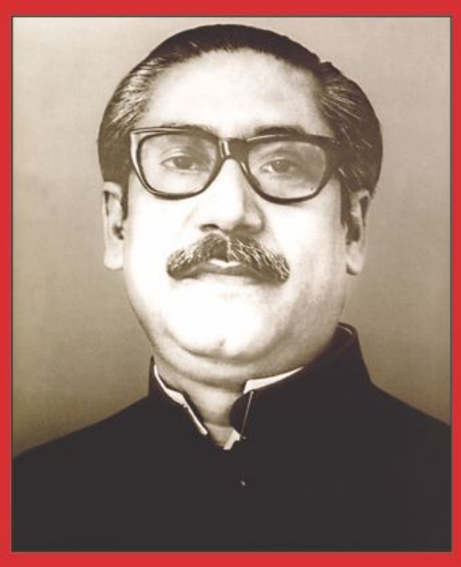

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২

কৃষি মন্ত্রণালয়

www.moa.gov.bd

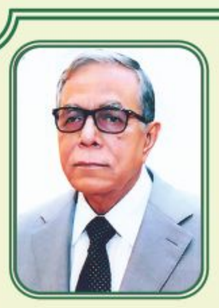

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২৪ চৈত্র ১৪২৩
০৭ এপ্রিল ২০১৭

বাণী

কৃষিতে অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২১ ও ১৪২২' প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আবহমানকাল থেকে কৃষির সাথে মিশে আছে বাঙালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি মূলত কৃষি। আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে, কমছে কৃষি জমির পরিমাণ। বৈপরীত্য এ পরিস্থিতিতে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ, প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। কৃষি বিজ্ঞানীগণ ফল ও ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে দেশে কৃষির উন্নয়নে বিপুল ভূমিকা রাখছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষি আধুনিকীকরণ, শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের যোগান নিশ্চিতকল্পে কৃষক, কৃষি কর্মী, সম্প্রসারণবিদ, বিজ্ঞানীগণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিরলস অবদান রেখে যাচ্ছেন। বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। কৃষি খাতে উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২' এ ভূষিত হয়েছেন, আমি তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ পুরস্কার তাঁদেরসহ কৃষি কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আগামীতে আরো উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২১ ও ১৪২২' প্রদান কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে কৃষি-ভিত্তিক উন্নয়ন অর্থনীতির সূচনা করেছিলেন। উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন-এ দর্শন থেকেই সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের জনগণকে কৃষি উৎপাদনে সম্পৃক্ত ও উৎসাহিত করার মাধ্যমে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন করেন। দেশের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনকে ধারণ ও লালন করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কৃষির বহুমুখী উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

জনবান্ধব সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে সীমিত ভূখণ্ডের ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমির বিপরীতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণে ক্রমাগত উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, শস্য বহুমুখীকরণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন, লাভজনক, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে সরকার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ভূপরিস্থ সেচ সুবিধার প্রসার, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। খামার যান্ত্রিকীকরণসহ পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন ফসলের উন্নত, অধিক ফলনশীল ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত ও কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে দেশের কৃষি আজ উন্নয়নের মহাসড়কে উপনীত হয়েছে। উন্নয়নের এ মহাসড়কে কৃষির সাথে সংশ্লিষ্টদের 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কৃষি ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৪২১ ও ১৪২২ বঙ্গাব্দে যাঁরা 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' এ ভূষিত হয়েছেন আমি তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন। আশা করি কৃষি উন্নয়নে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত এ বিরল সম্মাননা তাঁদের কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করবে এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যদের কৃষি উন্নয়নে আরও উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মতিয়া চৌধুরী এমপি)

বাংলাদেশের কৃষির সফল অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার

মো. সিরাজুল হায়দার এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশে কৃষি খাতের ভূমিকা অনিস্বীকার্য। জীবিকা নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা থেকে দেশের কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ক্রমাগতভাবে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সৃষ্ট বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, ঠাণ্ডা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিরূপতা বাংলাদেশের কৃষির জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন এবং তা কৃষকদের নিকট সম্প্রসারণের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সূচিত এসব কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

ফসল উৎপাদন, মাছ চাষ, পশুপালন, ফল ও শাকসবজি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে সে কথা জোর দিয়ে বলা যায়। বাংলাদেশের কৃষির সাফল্য আজ বিশ্বে স্বীকৃত ও সমভাবে প্রশংসিত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৫ সালের তথ্য মতে, বাংলাদেশের অবস্থান চাল উৎপাদনে চতুর্থ, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আম উৎপাদনে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম, আলু উৎপাদনে সপ্তম এবং মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে পঞ্চম। কৃষিতে বাংলাদেশের এ সাফল্যের পেছনে আছে সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও কার্যক্রম, গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ এবং সর্বোপরি এ দেশের কৃষকের নিরলস শ্রম ও প্রচেষ্টা।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের গুরুত্ব বিবেচনা করে কৃষিবিদদের পদমর্যাদা তিনি ১৯৭২ সালে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, কৃষি ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন, কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকাকে উৎসাহিতকরণের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' গঠন করেন। তাঁর এ দূরদর্শী সিদ্ধান্ত এ দেশের কৃষিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর এ মহতী উদ্যোগের ছন্দপতন ঘটে। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার এ আইনের নাম পরিবর্তন করা হয়।

সর্বশেষ বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন-২০১৬ প্রণীত হয়। এ আইন অনুযায়ী মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ ট্রাস্টি বোর্ড কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন করে থাকে। নতুন প্রণীত আইনের আওতায় এ বছর সর্বপ্রথম ১৪২১ এবং ১৪২২ বঙ্গাব্দের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি উন্নয়নের ১০টি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ১. কৃষি গবেষণায় অবদান, ২. কৃষি সম্প্রসারণে অবদান, ৩. প্রাতিষ্ঠানিক/সমবায়/কৃষক পর্যায়ে উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও নার্সারি স্থাপন, ৪. কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ উদ্বুদ্ধকরণ, প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজ, ৫. পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন/ব্যবহার, ৬. কৃষিতে মহিলাদের অবদান, ৭. বাণিজ্যিকভিত্তিক খামার স্থাপন, ৮. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনায়ন, ৯. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি চাষ এবং ১০. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষ।

কৃষিক্ষেত্রে এ পুরস্কার প্রবর্তনের পর থেকে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১০০৯ জনকে কৃষি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে স্বর্ণপদক ৬০টি, রৌপ্যপদক ৩৩৯টি এবং ব্রোঞ্জপদক ৬১০টি। এ বছর ১৪২১ এবং ১৪২২ বঙ্গাব্দের জন্য ১০টি স্বর্ণ, ১৮টি রৌপ্য এবং ৩৬টি ব্রোঞ্জপদকসহ সর্বমোট ৬৪ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে উপজেলা ও জেলা থেকে প্রাপ্ত মনোনয়ন প্রস্তাবগুলো কৃষি মন্ত্রণালয়ে গঠিত উপ-বাছাই কমিটি ও বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক মোট ৬৪ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সুপারিশ করে। সুপারিশকৃত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়। স্বর্ণপদক হিসেবে সনদপত্রসহ ২৫ গ্রাম ওজনের ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের পদক ও নগদ ১ লাখ টাকা, রৌপ্যপদক হিসেবে সনদপত্রসহ ২৫ গ্রাম ওজনের রৌপ্যপদক ও নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং ব্রোঞ্জপদক হিসেবে সনদপত্রসহ ব্রোঞ্জপদক ও নগদ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষিই মানব সভ্যতা বিকাশের মৌলিক স্তর। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ হচ্ছে কৃষি। কৃষির উৎকর্ষ সাধনে প্রাণান্ত প্রচেষ্টারত কৃষক-কিষানি, কৃষি-কর্মী, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাগুলোকে উৎসাহিতকরণে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কারটি জাতির পিতাকে উৎসর্গ করায় এটি আরও মহিমান্বিত হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি আজ যে পর্যায়ে এসেছে তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দেশের কৃষি ও কৃষকের কল্যাণের জন্য বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। সারের মূল্য হ্রাস করে কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা, সার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কৃষকের দোরগোড়ায় সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, বিএডিসির মাধ্যমে নন-ইউরিয়া সার আমদানি ও বিতরণ, উন্নয়ন সহায়তার (ভর্তুকি) পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড চালু, ১০ টাকায় কৃষকের জন্য ব্যাংক হিসাব চালু, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভর্তুকি প্রদান, গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু এবং উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম দেশের কৃষি উন্নয়নকে বেগবান করেছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং দূরদর্শী কৃষিনীতি আগামী দিনে বাংলাদেশকে উত্তরোত্তর উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিত করবে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয়ে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' উৎসাহব্যঞ্জক এক মহতী উদ্যোগ।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ চৈত্র ১৪২৩
২০ মার্চ ২০১৭

বাণী

কৃষিজ উৎপাদনে অনুকরণীয় সাফল্যের জন্য যাঁরা 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২' পাচ্ছেন তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন নিয়ে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে কৃষি ও কৃষককে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এ পুরস্কার প্রবর্তন করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার স্বপ্নকে লালন করে কৃষি ও কৃষকের উন্নতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমরা কৃষির সার্বিক উন্নয়নে কৃষিবান্ধব নীতি ও বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সার, বীজসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস, কৃষকদের সহজশর্তে ও স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা প্রদান, ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগসহ তাঁদের নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের এ সকল পদক্ষেপের ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা, কৃষি গবেষণা এবং কৃষির আধুনিকায়নে অর্জিত হয়েছে যুগান্তকারী সাফল্য। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে খাদ্যশস্য রপ্তানিও করা হচ্ছে।

কৃষির বর্তমান অগ্রযাত্রাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে। এজন্য প্রয়োজন কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা। আমি আশা করি, বাংলাদেশের কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, বিজ্ঞানী-গবেষক এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কৃষি উৎপাদনে আমরা বিশ্বের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে পরিণত হব।

আমি 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রতি বছর 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হয়ে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ১৪২১ ও ১৪২২ বঙ্গাব্দের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ অসাধারণ সফলতা অর্জন করেছে। যথাযথ কৃষি-বান্ধব নীতি ও সঠিক কার্যক্রম গ্রহণের ফলেই কৃষি খাতে বিশাল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

খাদ্যশস্য উৎপাদনে সফলতার সাথে সাথে আমরা মাছ ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নেও সমভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। মাছ, গবাদিপশু, হাঁস মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিম ও দুধ উৎপাদনেও আমরা সফলতা অর্জন করেছি। এ খাতের উন্নয়নের জন্য সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে আমরা অনেকাংশে সফল হয়েছি। আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য এ দেশের কৃষি খাতকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া আমাদের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার পূরণে জনগণকে উৎসাহিত করতে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

যাঁদেরকে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হচ্ছে তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদানের আয়োজন করার জন্য আমি কৃষি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি)

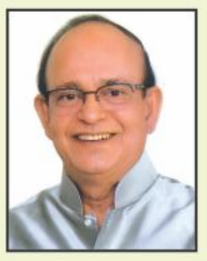

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ১৪২১ ও ১৪২২ বঙ্গাব্দে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি উৎপাদনে আমরা অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছি। সরকারের কৃষি-বান্ধব নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণের ফলেই এ অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি। কৃষি উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করে আমাদের কৃষিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। সরকারের প্রচেষ্টার সাথে সাথে কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া আমাদের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার পূরণে জনগণকে উৎসাহিত করতে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

১৪২১ ও ১৪২২ বঙ্গাব্দে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য যাঁদেরকে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হচ্ছে তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। নিয়মিতভাবে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদানের আয়োজন করার জন্য আমি কৃষি মন্ত্রণালয়কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নে অনুপ্রেরণা জোগাতে এ পুরস্কার প্রবর্তন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় এবার বঙ্গাব্দ ১৪২১ ও ১৪২২ এর পুরস্কার একত্রে দেয়া হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত এ পুরস্কার প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য ২০০৯ সালে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল আইন-২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সম্প্রতি 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, সমবায় উদ্বুদ্ধকরণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মহিলাদের অবদান, বাণিজ্যিক খামার, বনায়ন, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি এবং মাছ চাষ ক্ষেত্রসমূহ বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদানের বিধান রয়েছে। এর আওতায় প্রতি বছর ৫টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য ও ১৮টি ব্রোঞ্জপদক প্রদান করা হয়। সনদপত্র ছাড়াও স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রত্যেক বিজয়ীকে ১৮ ক্যারেটের ২৫ গ্রাম ওজনের স্বর্ণপদকের সাথে নগদ ১ লাখ টাকা, রৌপ্যপদক বিজয়ীদের ২৫ গ্রাম রূপা দিয়ে তৈরি পদকের সাথে নগদ ৫০ হাজার টাকা ও ব্রোঞ্জপদকপ্রাপ্তদের পদকের সাথে নগদ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবার পদক অর্জন করেছেন তাদের পরিচিতি ও অবদান পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পুরস্কারপ্রাপ্তদের সফলতা দেখে অন্যরা অনুপ্রাণিত হবে এবং পুরস্কারপ্রাপ্তরা নিজেরাও বেশি আগ্রহী ও নিবেদিত হয়ে কৃষি উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে অনন্য অবদান রাখবে বলে মনে করি। আর যারা পুরস্কার পাননি কিন্তু কৃষি উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের অবদানের কথা স্মরণ করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে কৃষির সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে পুষ্টিসম্মত খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ এর সার্বিক সফলতা অর্জনে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

(মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ)

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

জুলাই ২০১৭

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস